‘চিন্তা করলাম আমি দুটো বল খেলব বাকিগুলো ডিফেন্ড করবো। একটা এক্সট্রা কাভারের ওপর দিয়ে তুলে মারব। চার রান। আরেকটি মিড অনের ওপর দিয়ে তুলে দেব। এখানে দু’রান। এভাবেই খেলেছি’

মোহাম্মদ আশরাফুল

আশরাফুল ১৭ বছর বয়সী কিশোর। বাংলাদেশের ক্রিকেটের নতুন সেনসেশন। অভিষেক টেস্টেই বাজিমাত করেছেন। সবচেয়ে কম বয়সে সেঞ্চুরী করে বিশ্বরেকর্ড করেছেন। বয়স কম হলেও ক্রিকেট ভালই বোঝেন তিনি। ক্রিকেটই তার ধ্যান-জ্ঞান। ক্রিকেট নিয়ে তার অনেক স্বপ্ন। শ্রীলংকা থেকে ফেরার পরদিনই সাপ্তাহিক ২০০০ অফিসে এসেছিলেন... সাক্ষাৎকার নিয়েছেন **সাইফুল হাসান**

সাপ্তাহিক ২০০০ : আপনার দখলে একটি বিশ্ব রেকর্ড। দেশবাসীর জন্যও এটা গর্বের বিষয়। এখন দেশের মানুষ ভালবেসে সম্বর্ধনা দিলে নেবেন না কেন?

মোহাম্মদ আশরাফুল : সম্বর্ধনা নেয়ার সময় আসেনি। কেরিয়ারের সবে শুরু। আর নির্বাচনের এই ঢামাডোলের মধ্যে সম্বর্ধনা না নেয়াই উচিত। আমার বাবা-মাও তাই মনে করেন। ভবিষ্যতে আরও ভালো কিছু করলে তখন দেখা যাবে।

২০০০ : সাবের হোসেন চৌধুরী কি আপনাকে খেলানো হতে পারে বলে আগেই আভাস দিয়েছিলেন?

আশরাফুল : জি। পাকিস্তানে যাবার আগে আমরা তার বাসায় দেখা করতে গিয়েছিলাম। তখন তিনি বলেছিলেন এই ট্যুরেই তোমার টেস্ট খেলার সুযোগ আসতে পারে। সেটাকে কাজে লাগাতে উপদেশ দিয়েছিলেন।

২০০০ : পাকিস্তানে আগেই বুঝতে পেরেছিলেন মুলতান টেস্টে আপনি নেই।

আশরাফুল : জানতাম। আকরাম ভাই, বুলবুল ভাই, দুর্জয় ভাই সবাই সিনিয়র খেলোয়াড়। প্রাকটিসে আমাকে ১১ নম্বরে ব্যাট করতে পাঠাতো। তখন বল করার মত কেউ থাকে না। এ অবস্থায় বুঝতে বাকি থাকে না যে আমি খেলছি না।

২০০০ : মুলতান টেস্টে এত খারাপ পারফর্ম হল কেন?

আশরাফুল : কারণ প্রাকটিস ম্যাচের অভাব ও আমাদের বাজে খেলা। আমরা পাকিস্তানে যাওয়ার আগে বুয়েট মাঠে প্রাকটিস করেছি। সেখানে বল ঠিকমত ব্যাটেই আসতো না। তারপর করাচিতে সেখানকার উইকেটের অবস্থা আরও খারাপ। সাব্বির আহমেদের মত বোলারের বল হাঁটুর ওপর ওঠে না। ম্যাচের আগেরদিন রাতে আমরা মুলতানে পৌঁছাই। উইকেট দেখেই বুলবুল ভাই বলল, বল প্রচুর টার্ন করবে। উইকেটে প্রচুর সিম, সুইং আছে এটা বোঝা যাচ্ছিল। সুতরাং আমরা যে সমস্ত উইকেটে প্রাকটিস করেছি, তার তুলনায় মুলতানের উইকেট ছিল ডিফরেন্ট। চমৎকার এক স্টেডিয়াম মুলতান। যেমন আউট ফিল্ড, তেমন সুন্দর উইকেট। তবে এ কথা ঠিক আমাদের ব্যাটসম্যানরা আউট হওয়ার মত বলে আউট হননি।

২০০০ : কখন বুঝতে পারলেন শ্রীলঙ্কা টেস্টে আপনি খেলবেন?

আশরাফুল : মুলতান টেস্টের পর

দু'সেশন প্রাকটিস করেছি। তখন আমি দু'তিন নম্বরে ব্যাট করেছি। এমনি দুর্জয় ভাই আগেই বলেছিলেন আমি খেলব। প্রাকটিসে যখন দু'তিনে ব্যাট করলাম তখন ৫০ ভাগ নিশ্চিত খেলছি। শেষ প্রাকটিসে সবার শেষে ব্যাট করলাম। তখন মনে হচ্ছিল খেলছি না। যা হোক, প্রাকটিসে শ্রীলঙ্কান বাঁ-হাতি একজন বোলার বল করছিল। আমি এই বাঁ-হাতিকে চামিন্ডা ভাস, শান্ত ভাইকে ফার্নান্ডো আর সুমন ভাইকে মুরলি মনে করে ব্যাট করলাম। প্রাকটিসে ভাল বল করেছিলাম। প্রাকটিস শেষে ক্যাপ্টেন, ভাইসক্যাপ্টেন, কোচ ও ম্যানেজার আধা ঘণ্টার জন্য মিটিংয়ে বসলো। মিটিং শেষে অধিনায়ক জানিয়ে দিলেন আকরাম ভাইয়ের জায়গায় রোকন ভাই, মনি ভাইয়ের পরিবর্তে আমি খেলছি। সবাই অভিনন্দন জানালো। তখন আমি ব্যাটিং নিয়ে চিন্তা করা শুরু করলাম। কোচকে বললাম, কোন পজিশনে ব্যাট করতে হবে? তিনি ক্যাপ্টেনকে জিজ্ঞেস করতে বললেন। দুর্জয় ভাই বললেন ৭/৮ নম্বরে।

এক পর্যায়ে মুরলি জয়সুরিয়াকে বলেছিল সব ধরনের বল দিচ্ছি কাজ হচ্ছে না, পিচ্চিটাকে আউট করা যাচ্ছে না। আমার খুব মজা লাগছিল। দু'ঘন্টায় তারা কোনো উইকেট পায়নি

২০০০ : তারপর...

আশরাফুল : তারপর আর কি, খেললাম। প্রথম ইনিংসে ৯০ রানে অল আউট হয়ে গেলাম।

২০০০ : আপনি মুরলির বল বুঝেছিলেন তার গ্রিপ দেখে না বল দেখে?

আশরাফুল : গ্রিপ দেখে। আমি ওর গ্রিপের দিকে লক্ষ্য রাখছিলাম। প্রথমে মুরলিকে ফেস করার সময় ভালো করে লক্ষ্য করে দেখি প্রতি ওভারে সে দুটো বল টপস্পিন বা তার যেখানে বল ফেলার কথা ঠিক তার বিপরীতে ফেলছে। এ জন্য ব্যাটসম্যানরা কিছু বুঝে উঠতে পারছিল না। ব্যাটসম্যান হয়ত প্যাড আপ করতে যাচ্ছে অথচ বল পেছন দিয়ে স্ট্যাম্পে আঘাত হানছে। ব্যাপারটা আমি মঞ্জু ভাইকে বললাম। প্রথম ইনিংসে তিনি চমৎকার সাপোর্ট দিয়েছেন। মুরলিকে দু' ওভার খেলেছেন।

২০০০ : জীবনে প্রথম মুরলির বল এত স্বাভাবিক হয়ে খেললেন কি করে?

আশরাফুল : প্ল্যান অনুযায়ী। দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে নামলাম। মুরলির ওভারে সময় পয়েন্ট, সিলি পয়েন্ট, স্লিপ, মিড উইকেটে ফিল্ডার। চিন্তা করলাম আমি দুটো বল খেলব বাকিগুলো ডিফেন্স করবো। একটা এক্সট্রা কাভারের ওপর দিয়ে তুলে মারব। চার রান। আরেকটি মিড অনের ওপর দিয়ে তুলে দেব। এখানে দু'রান। এভাবেই খেলেছি। বুলবুল ভাই আউট হয়ে যাওয়ার পর দুর্জয় ভাইকেও তাই বললাম। বুলবুল ভাই তো মুরলিকে খেলেনি বললেই চলে। আমি মুরলি, বুলবুল ভাই ভাস বা ফার্নান্ডোকে ফেস করেছেন। মজার ব্যাপার হচ্ছে মুরলিকে আমি এত ভালো পড়তে পারছিলাম যে ও কোথায় বল ফেলবে, বলটা কোনো প্রকারের সেটা আগেভাগেই ঠিক পেয়ে যাচ্ছিলাম। অথচ ধারণা ছিল আমি স্পিনে দুর্বল। এক পর্যায়ে মুরলি জয়সুরিয়াকে বলেছিল সব ধরনের বল দিচ্ছি কাজ হচ্ছে না, পিচ্চিটাকে আউট করা যাচ্ছে না। আমার খুব মজা লাগছিল। দু'ঘন্টায় তারা কোনো উইকেট পায়নি।

২০০০ : সবাই বলেছে আপনার আই কন্ট্রাক্ট অসাধারণ। এটা কি আপনি জন্ম থেকে পেয়েছেন না খেলতে খেলতে...

আশরাফুল : খেলতে খেলতেই হয়েছে। আমার ওয়াহিদ স্যারের ক্যাম্পে বিভিন্ন ধরনের বোলারদের ফেস করেছি। এখানে পল স্ট্র্যাংয়ের মত বোলার আছে। আবার ভালো পেস বোলারও আছে। এদের বল খেলতে খেলতেই মনে হয় আই কন্ট্রাক্টের উন্নতি হয়েছে।

২০০০ : আপনার পরিচিতি কিন্তু মারকুটে ব্যাটসম্যান হিসেবে। টেস্টে এতক্ষণ ব্যাট করলেন কি করে?

আশরাফুল : আরো যখন ছোট ছিলাম তখন মারার সাহসটা আরও বেশি ছিল। আমি ছোট মানুষ বড়দের সঙ্গে খেলতাম। বড়দের একটা বলে ৪/৬ বা রান করতে পারলেই আনন্দ পেতাম। পরে ন্যাশনাল ক্যাম্পে ট্রেভর আমাকে বললেন মারার আগ্রহ কমাতে। এমনকি যখন পাকিস্তান যাচ্ছি তখন ওয়াহিদ স্যার আমাকে ডেকে বললেন মারামারি পরে করা যাবে। আগে অন্তত ৩০টা রান করো। সিনিয়র খেলোয়াড়রা সহযোগিতা করেছেন। মনি ভাইয়ের পরিবর্তে খেলার সুযোগ পেয়েছি, সেই মনি ভাই আমাকে বারবার করে বলেছেন দেখে শুনে যেন খেলি। যেন সেঞ্চুরি করতে পারি।

২০০০ : অভিষেক টেস্টেই সেঞ্চুরি। তাও আবার সবচেয়ে কম বয়সে... আপনি কখন জানলেন যে এটি বিশ্ব রেকর্ড হয়েছে?

আশরাফুল : (হেসে) আগেই জানতাম।

২০০০ : কিভাবে?

আশরাফুল : কিছুদিন আগে জিম্বাবুয়ের একজন ১৭ বছর ৩৬৪ দিনে সেঞ্চুরি পেল। তখন পত্রিকায় দিয়েছিল সবচেয়ে কমবয়সী সেঞ্চুরিয়ানদের তালিকা। আমার বয়স তখন ১৭ হয়নি। তখনই ভাবছিলাম যদি দলে সুযোগ পাই আর সেঞ্চুরি করতে পারি তাহলে রেকর্ড হবে। মুলতানে সেরা একাদশে সুযোগ না পাওয়ায় মনে হলো এই ট্যুরে আর সেঞ্চুরি, রেকর্ড কোনোটাই হলো না। শ্রীলঙ্কার সঙ্গে যখন সেঞ্চুরি পূর্ণ করলাম তখন ক্রিজে দুর্জয় ভাই। আমি হাসছি। একবার মনে হলো দুর্জয় ভাইকে বলি, জানেন আমার সেঞ্চুরিটা একটা বিশ্ব রেকর্ড হয়েছে। পরে বলিনি নিজের মধ্যে রেখেছি। কারণ দুর্জয় ভাই যদি বলে তুমি জানলে কি করে? রেকর্ডের কথা চিন্তা না করে ভালো করে খেলো।

২০০০ : এর আগে আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন ৫০/৬০ রান করেই আপনার হাত ব্যথা করে, সেঞ্চুরি করতে হাত ব্যথা করেনি?

আশরাফুল : করেনি আবার! এমন ব্যথা করছিল যে বলার নয়। সেঞ্চুরি করার পর একবার ব্যাট উঁচু করে স্ট্রাইক নিচ্ছি। ব্যাট উচু করতে হাত বাঁকা হয়েছিল, আর সোজা করতে পারছিলাম না। কেমন যে লাগছিল আপনাকে বুঝিয়ে বলতে পারবো না। ফিজিও এসে স্ট্রেচিং করায় ঠিক হলো। ব্যথার কারণে দুর্জয় ভাইকে একবার বললামও- আমি যাইগা। দলের কথা ভেবেই দুর্জয় ভাই বললেন কষ্ট করে ব্যাট করতে। আরেকবার সুইফ্‌ট শট খেলার জন্য হাঁটু মুড়েছি আর সোজা হতে পারি না। সারা শরীর জমে গেছে। ব্যথা না করলে হয়তো আরও কিছুক্ষণ ব্যাট করতে পারতাম। তাও ভালো, আগে ৫০/৬০ করলে ব্যথায় হাত তুলতে পারতাম না। এখন তো তাও ১০০ রান করতে পারছি।

২০০০ : বাংলাদেশ জাতীয় দলে যারা

খেলে এরা প্রত্যেকেই ঢাকা লীগে খেলেছে। বাংলাদেশের ক্রিকেটের প্রাণ ঢাকা লীগ। ঢাকা লীগে প্রচুর রান উইকেট পেলেই সে হিরো। আপনি খেলতে পারেননি বলে আফসোস হয় না।

আশরাফুল : আফসোস তো হয়ই। ঢাকা লীগ কি বুঝতে পারার আগেই ন্যাশনাল টিমে। জীবনটা একটা সিনেমা সিনেমা ব্যাপার হয়ে গেছে। কোথায় ছিলাম, আল্লাহ কোথায় তুলে নিয়ে গেছেন।

২০০০ : আপনি তো সাধারণত ওপেন করে থাকেন, জাতীয় দলে আপনার অবস্থান ৫/৭ নম্বরে। সুতারাং ওপেনার হিসেবে কেরিয়ার গভার সুযোগ নেই বললেই চলে।

আশরাফুল : সুযোগ আছে একদিনের ম্যাচে।

২০০০ : অপি, বিদ্যুত থাকতে আপনার সুযোগ কোথায়? তাহলে তো কাউকে বাদ পড়তে হবে।

আশরাফুল : বাংলাদেশের প্রত্যেক ওপেনারই ভালো ব্যাটসম্যান। ঢাকা লীগ, ন্যাশনাল লীগে তারাই রান করে বেশি। আর কে বাদ পড়ল সেটা তো দেখার বিষয় নয়। ভালো খেললে আমাকে দলে নেবে এটা শুধু জানি।

২০০০ : সেঞ্চুরি করার পর শ্রীলঙ্কানরা কিছু বলেছিল?

আশরাফুল : না তেমন কিছু নয়। সবাই এসে পিঠ চাপড়ে বলল ওয়েলডান।

২০০০ : শ্রীলঙ্কানরা কেউ টিপস দেয়নি?

আশরাফুল : না, সবাই বলল ভালো খেলবে। ধৈর্য ধরে ব্যাট করবে। শুধু মাহেলা জয়াবর্ধনে মাঠে একদিন গাইড করেছিলেন। ব্যাট করতে নেমেই একটা চার মারলাম। তখন মাহেলা এসে বললেন তোমার টিমের অবস্থা খারাপ। এখনই মেরে খেলছ কেন? ডিফেন্স করো, ঠেকাও। টিকে থাকলে রান আসবেই।

২০০০ : পত্রিকায় দেখেছি বাংলাদেশ টিমে মুরলি আতঙ্ক। ব্যাট করতে নামার আগে ভয় করছিল না?

আশরাফুল : কিছুটা। দ্বিতীয় ইনিংসে প্যাড পরে বসে আছি। আমার হাতের তালু ঘামছে। কেমন যেন লাগছে। টেনশনে গুন গুন করে গান গাচ্ছিলাম। শরীফ বুঝতে পেরে জিজ্ঞেস করলো, দোস্ত টেনশন লাগছে? জিজ্ঞাসা করলাম তুই কেমন করে বুঝলি? ও বললো তোর গান গাওয়া দেখে। অদ্ভুত ব্যাপার হলো, মাঠে নামার পর সব টেনশন দুর হয়ে গেল। মুরলিকে নিয়ে সবাই আতঙ্কে ছিল এটা ঠিক না।

২০০০ : সেটা কেমন?

আশরাফুল : জয়সুরিয়া-জয়াবর্ধনে যখন ব্যাট করছিলেন তখন আমি ওদের বলেছিলাম 'কাম অন ইয়ার', ভাল শট খেললে 'ওয়েল ডান' আর বিট হলে বলেছিলাম, 'ওহ আনলাকি গাই'। তো যখন ব্যাট করতে নামলাম তখন জয়সুরিয়াকে 'সেইম' কথাগুলোই আমাকে শোনাচ্ছিল। ওদের এই কথা শুনেই আমার হাসি পাচ্ছিল। আমি রিলাক্সড হয়ে গেলাম। চার রানে অপরাজিত হয়ে ফিরছি। তখন জয়সুরিয়াকে আবার বললাম' 'কান অন ইয়ার'। আমার কথা শুনে জয়সুরিয়া হেসে ফেলল। আর বলল, এখনও দুষ্টুমি করছো, দাঁড়াও কাল তোমাকে ভাসকে দিয়ে দেখাব। পরেরদিন সকালে ভাস বল করতে এলো, ওর এক ওভারে ১৪ রান নিলাম। ওকে আর বলই দেয়নি জয়সুরিয়া।

২০০০ : বাংলাদেশ থেকে প্রথম ফোন করেছিল কে?

আশরাফুল : সাবের হোসেন চৌধুরী। তিনি ফোন করে বললেন, আমি খুব খুশি হয়েছি। সেঞ্চুরি করার পর বাবা-মা আর ওয়াহিদ স্যারের কথা মনে পড়লো। সাবের ভাই ফোন করায় খুব খুশি হয়েছিলাম।

২০০০ : আপনার তো ইংরেজিতে একটু সমস্যা রয়েছে। তো পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে সমস্যা হয়নি?

আশরাফুল : সমস্যা হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু তেমন সমস্যা হয়নি। তখন একটা মজার ঘটনার কথা আমার মনে পড়ছে। ক্যাপ্টেন আমাকে বললেন, সমস্যা হলে আমাকে বল। তুমি বাংলায় বলবে আমি ইংরেজিতে অনুবাদ করে দেবো। আনন্দের আতিশয্যে দুর্জয় ভাইকে বললাম, ভালো যখন খেলেছি তখন ইংরেজিতেও বলতেও পারবো।

২০০০ : আতাপাত্তু ও মাহেলা জয়াবর্ধনে ম্যাচ থেকে রিটায়ার্ড করলে কেমন লেগেছিল?

আশরাফুল : সত্যি করে বলছি, আমি খুব অপমান বোধ করেছিলাম। ওরা যেটা করেছিল, এটা অনেকটা পাড়ার খেলার মত আচরণ করেছে। এটা দেখে আমার মনে হয় ওরা নেগেটিভ ক্রিকেট খেলেছে।

২০০০ : এটা কেমন করে বলেন?

আশরাফুল : শ্রীলঙ্কা আমাদের প্রথম ইনিংসে ৯০ রানে আউট করেছে। আমি অধিনায়ক হলে এক্ষেত্রে ২০০/২৫০ রানের লিড নিয়ে ছেড়ে দিতাম। পরের ইনিংসে আরও কম রানে বুক করার চেষ্টা করতাম। ওরা ব্যাট করছে তো করছেই। যাই হোক, ওরা ওদের দৃষ্টিভঙ্গিতে থেকে খেলেছে। আশা করি আমরাও ৪/৫ বছরে এমন এক জায়গায় পৌছবো, যখন কেউ আর আন্ডার স্টিমেট করতে পারবে না।

২০০০ : আপনি বলেছেন প্রাকটিসে ভাল বল করেছেন, ম্যাচে কেমন করেছেন?

আশরাফুল : এ প্রসঙ্গে একটা ঘটনা বললেই বুঝবেন। আমার রুমমেট ছিল শরীফ। সবাই ভাল বল করেছে। কিন্তু শ্রীলঙ্কানরা এমন সব বল মেরেছে যা অবিশ্বাস্য। দেখা যাচ্ছে যেসব বল হয়ত মারা সম্ভব নয়, সেই সব বল ঠিকই মেরেছে। আর ওদের শটে যে পাওয়ার বলার নয়। মঞ্জু ভাইয়ের একটা বল গুড লেংথের, যেকোনো ব্যাটসম্যানের বিট হওয়ার কথা অথচ ঐ বলটা জয়সুরিয়া খেলল, ভাবলাম বড় জোর চার হবে। কিন্তু বল গিয়ে পড়ল বাউন্ডারির বাইরে। তো রাতে হোটেলে আমি ও শরীফ শুয়ে আছি। শরীফ আমাকে বলল, কালকে তুই দুটো উইকেট পাবি। আমি বললাম কিভাবে? তোরা ভালো বোলার তোরাই পাস না। শুনে শরীফ বললো, জয়সুরিয়া আমার কেরিয়ার শেষ করে দিয়েছে। আমার মন বলছে তুই উইকেট পাবি। বললাম পেতেও পারি। তো বুঝতেই পারছেন ওদের সামনে বোলারদের অবস্থা কি ছিল। তবে একথা ঠিক যে এদিন ভাল বল করিনি।

২০০০ : আপনার আপতত লক্ষ্য কি?

আশরাফুল : ভালো খেলা, জাতীয় দলে নিয়মিত হওয়া। প্রচুর রান করা।

আমি বলেছিলাম 'কাম অন ইয়ার', ভাল শট খেললে 'ওয়েল ডান' আর বিট হলে বলেছিলাম, 'ওহ আনলাকি গাই'। তো যখন ব্যাট করতে নামলাম তখন জয়সুরিয়াকে 'সেইম' কথাগুলোই আমাকে শোনাচ্ছিল। ওদের এই কথা শুনেই আমার হাসি পাচ্ছিল। আমি রিলাক্সড হয়ে গেলাম